১৬ জানুয়ারি, ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা এর স্বীকৃতি বিষয়ক জনস্বার্থ মামলার রায় আগামী ২৪ জানুয়ারি

আজ ১৬ জানুয়ারি ২০২৩, মাননীয় বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং মাননীয় বিচারপতি মোঃ খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা এর স্বীকৃতি বিষয়ক জনস্বার্থ মামলার (রীট নং ৫৩৪৩/ ২০০৯) শুনানি শেষে আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২৩ মামলাটির রায় ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এপ্রিল ২০০৭ এ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (Secondary School Certificate | SSC) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে 'শিক্ষার্থী তথ্য ফরম [Students Information Form (S.I.F.)]এ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাবার নাম পূরণ করতে না পারার কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ঠাকুরগাঁও জেলার এক তরুণীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র দিতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লেখ্য যে, মা ও সন্তানকে কোনরূপ স্বীকৃতি না দিয়ে বাবার চলে যাওয়ার পর উক্ত তরুণী তার মায়ের একার আদর স্নেহে বড় হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে এ ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধানের উপর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং সন্তানের অভিভাবক হিসেবে মা এর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার দাবীতে গত ২ আগস্ট ২০০৯ তারিখ ৩টি মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন যথাক্রমে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং নারীপক্ষ যৌথভাবে জনস্বার্থ বিষয়ক এ মামলাটি দায়ের করে।

গত ৩ আগস্ট ২০০৯ তারিখে এ মামলার প্রাথমিক শুনানি অন্তে মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং মাননীয় বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ মানবাধিকার, সমতার পরিপন্থী ও বিশেষত: শিক্ষার অধিকারে প্রবেশগম্যতার বাধাস্বরূপ বিদ্যমান বৈষম্যমূলক এ বিধানকে কেন আইনের পরিপন্থী এবং অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে না - এ মর্মে বিবাদীদের প্রতি রুল (কারণ দর্শানোর নোটিশ) জারি করেন। একইসাথে, বর্তমানে কোন কোন শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বাবা ও মা উভয়ের নাম সম্পর্কিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হয় তার একটি তালিকা এবং যে সকল যোগ্য শিক্ষার্থী তাদের বাবার পরিচয় উল্লেখ করতে অপারগ, তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় -সে সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন আগামী ০৩ সপ্তাহের মধ্যে আদালতে দাখিলের জন্য বিবাদী নং ১ (সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

পরবর্তীতে, গত ৬ জুন ২০২১ তারিখে ব্লাস্ট আবেদনকারীদের পক্ষে একটি সম্পূরক হলফনামা (Supplementary Affidavit) আদালতে দাখিল করে।

আবেদনকারীর পক্ষে আজ মামলার শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট আইনুননাহার সিদ্দিকা, এডভোকেট এস এম রেজাউল করিম এবং এডভোকেট আয়েশা আক্তার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল অমিত দাশগুপ্ত।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
communication@blast.org.bd